আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন স্থানীয় পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এম,এ,জি মোস্তফা ফেরদৌসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে আবেদন করেন মতিয়ার রহমান ফারুক। কিন্তু এখানে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী মনোনীত হন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান মেয়র হাসান কাদির গনু।

দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দেন মতিয়ার রহমান ফারুক।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু মনোনয়ন পাওয়ার পর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক মেনে নেননি দলীয় সিদ্ধান্ত। ফলে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ফারুক। হয়েছেন বিদ্রোহী প্রার্থী।

মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জিহাদ লাক্চু, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল লতিফ প্রধান, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, দেখি বাংলার রূপ ও পৌর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম শাখা, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক সাগর আহম্মেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক নাসিম শেখ, প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান, ৬ নং ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি শুভ, যুবলীগ নেতা বাপ্পি, ছাত্রলীগ নেতা সৈকত, জীবন, অপু, অভি, সুইট, লিমন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় স্কুলছাত্রকে মারধরের ঘটনায় থানায় অভিযোগ: বাদীকে হুমকি

জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্কুল ছাত্রকে মারপিটের ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে অভিযোগ তুলে নিতে বাদীকে মারধর ও প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর রংপুর গ্রামের ইকরাম হকের ছেলে স্কুল পড়ুয়া রাব্বি হাসান ও স্বপন হোসেনের স্কুল পড়ুয়া ছেলে সোলায়মান হোসেন গত সোমবার সকাল ১১ টার দিকে রংপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলা করছিলো।

এ সময় সোলায়মান ও রাব্বির মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারি হয়। এ সময়, সোলায়মান তার চাচা মহমদ আলির ছেলে সাইমকে ডেকে নিয়ে আসে।

সাইম এসে স্কুল ছাত্র রাব্বিকে গলা টিপে ও গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে। মারপিটের ঘটনায় রাব্বি গুরুতর আহত হয়ে।

পরিবারের লোকজন রাব্বিকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রের পিতা বাদি হয়ে গত বুধবার আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এদিকে, অভিযোগ তুলে নিতে রাব্বিকে গুম ও পরিবারের লোকজনকে প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে।

কন্যা শিশুর বাড়ি যাচ্ছে পুলিশের উপহার

চুয়াডাঙ্গায় কন্যা শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার খবর পেলেই শিশুর বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নতুন পোশাক ও ফুল। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে।
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অন্তত ২৩ পরিবারে পৌঁছে দেয়া হয়েছে জেলা পুলিশের উপহার।

জেলা পুলিশের মিডিয়া সেলে দায়িত্বরত এএসআই রজিবুল ইসলাম জানান, গত ১০ জানুয়ারি প্রথম সদ্য ভূমিষ্ট দুই শিশুর পরিবারে জেলা পুলিশের উপহার পৌঁছে দেয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ২৩ শিশুকে এ উপহার দেয়া হয়েছে।

পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু নির্যতান প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজের একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। পোস্টে পুলিশ কন্ট্রোলরুমের একটি মোবাইলফোন নম্বর (০১৩২০-১৪৯০৯৮) দিয়ে বলা হয় ‘কন্যাসন্তান জন্ম হলে ফোন করুন, উপহার পৌঁছে যাবে সাথে সাথে।’

পুলিশ সুপারের উপহার পেলো কন্যা সন্তানের পরিবার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ শুনে উপহার নিয়ে নবজাতকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন পুলিশ সদস্যরা।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের নির্দেশে নব্য জন্ম নেওয়া কন্যা সন্তানদের বাড়িতে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

জানা যায়, গতকাল বুধবার বিকালে দামুড়হুদা উপজেলার সদ্য জন্ম নেওয়া দুটি কন্যা শিশুর পরিবারে জেলা পুলিশ সুপারের পক্ষে উপহার সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের মিলন-পারভিনা দম্পতি ও দলকালক্ষী পুর গ্রামের এনামুল-আসমা খাতুন দম্পতির বাড়িতে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার পক্ষে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই তৌহিদুর রহমান পুরস্কার সামগ্রী পৌঁছে দেন।

এসময় এসআই তৌহিদুর রহমান পুলিশ সুপারের বার্তা কন্যা সন্তানের পিতা -মাতা কে শোনান। পুলিশ সুপারের বার্তা কন্যা সন্তান বোঝা নয় আর্শিবাদ।

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুরে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুরে সরকারি রাস্তার গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বুধবার সকাল থেকে এনায়েতপুর গ্রামের বেল্টুর নির্দেশে তার জমি সংলগ্ন গাছ কাটে শ্রমিকেরা। এ ঘটনায় সরকারি রাস্তার গাছ কাটায় গাছ গুলো পুলিশ হেফাজতে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের বেল্টুর মাঠের জমির পাশে সরকারি রাস্তা। আর ওই রাস্তা জুড়ে সবুজ গাছ। সে তার জমির সামনে থাকা রাস্তার পাশের ৪টি বাবলা গাছ ১০ হাজার টাকায় বিক্রয় করে। এ গাছ গুলো বন বিভাগের মাধ্যমে একটি সংস্থা রোপণ করে। সে সংস্থাটি ভেঙে অস্তিত্বহীন হলে বর্তমানে তা বনবিভাগের আওতাধীন থেকে যায়।

এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, সুযোগ বুঝে বেল্টু তার জমির সামনের বাবলা গাছ গুলো গোপনে বিক্রয় করে। গাছ গুলো এনায়েতপুর গ্রামের কোরবান আলি তিনটি গাছ কেটে বিক্রি করে। শেষ গাছ কাটতেই বাঁধা পড়ে পুলিশের।

দুর্লভপুর ফাঁড়ি পুলিশের আইসি আব্দুল গাফ্ফার বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কেটে ফেলা গাছের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করেছি। জমি মাপের পরেই কে গাছ পাবে সেটা জানা যাবে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা পেলেন হাসান কাদির গনু

আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মনোনয়ন বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গণভবনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের ওই সভায় পৌরসভা নির্বাচন (চতুর্থ ধাপ) এর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুমোদন দেন শেখ হাসিনা।

এ তালিকায় আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ৩ বারের পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

নির্বাচনের মনোনয়ন পাওয়ায় আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার সকল স্তরের নেতাকর্মীরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন।

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ জন ও কৃষক লীগের পক্ষ থেকে ১ জন মোট ৮ জন কেন্দ্রীয় ভাবে নমিনেশন পত্র উত্তোলন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাচাই-বাচাই শেষে চুড়ান্ত মনোনয়ন দেন।

জীবননগরে মালচিং পদ্ধতিতে

ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে সাফল্য

জীবননগর উপজেলার বৈদ্যনাথপুর গ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মালটিং পদ্ধতিতে ১২ মাসি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে যাদুকারী সাফল্য পেয়েছেন বৈদ্যনাথপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে ইরান প্রবাসী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টুমিয়া। বাণিজ্যিক ভাবে লাভ জনক হওয়ায় ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে আগ্রহী হয়েছে অনেকে।

জীবননগর উপজেলার মাটি সব ফসলের জন্য উপযোগী হওয়ায় একজন শিক্ষিত উদ্দোমী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে সফল হয়েছেন। উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতা ছাড়ায় নিজের পরিশ্রম আর ইউটিউব দেখে শুরু করেন ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ। শুরুটা এলাকার মানুষের কাছে হাস্যকর হলেও গাছে ফল ধরা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে পড়েছেন। কৃষি বিভাগ থেকে সহযোগিতা পেলে আর ও বেশি পরিসরে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এলাকার বেকার যুবকদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত বলে মনে করেন এই তরুন উদ্যোক্তা।

প্রতিটি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ ২০০গ্রাম থেকে ২৫০গ্রাম ওজন হয়ে থাকে, যার বাজার মূল্যে কেজি প্রতি ১২০টাকা থেকে ১৪০টাকা। যদিও এটি একটি বিদেশী খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপরও বাংলাদেশে এর চাহিদাটাও কম নয়।

জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর উপজেলায় এবার প্রথম ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই কৃষকরা এ চাষে ঝুকে পড়েছেন। চারা লাগানোর পর নীবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এ উপজেলায় বিপ্লব ঘটিয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া। তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া বলেন, দীর্ঘ সময় ইরানে ছিলাম, সেখানে ক্যাপসিক্যাম্প চাষ দেখেছি সেখান থেকে এ চাষের উপর আমার নেশা।

এর পর ইরান থেকে এর বীজ সংগ্রহ করে দেশে এসে বাবার নিকট থেকে ১০কাটা জমি নিয়ে এ চাষটা শুরু করি। প্রথম দিকে এ চাষের কথা বললে এলাকার মানুষ একটু হাসতো।

আর বলতো বিদেশ থেকে এসে কি চাষ করছে। আমি কারও কথায় কোন কর্ণপাত না করে চাষটি শুরু করি। চাষটি যদিও আমাদের এলাকাতে প্রথম

যার ফলে এ চাষ সম্বন্ধে তেমন কেউ পরামর্শ দিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আমি ইউটিউব এর সহযোগিতায় আমি এ চাষটি করি। বর্তমানে আমি ২বিঘা জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করেছি এতে আমার খরচ হয়েছে বিঘা প্রতি ৮ থেকে ১০হাজার টাকা আর আমি গত গয়েক দিন আগে ২৮হাজার টাকার ফল বিক্রি করেছি এবং এখনও গাছে প্রায় ৫০ থেকে ৬০হাজার টাকার ফল রয়েছে। তবে এটা ১২মাসের ফসল হওয়ায় এ চাষে অল্প খরচে লাভবান হওয়া যায়।

জীবননগর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শিমুল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলায় ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ হচ্ছে এবং তরুণ চাষী লাল্টু মিয়া একজন সৎ ও সচেতন চাষী। সে রাসায়নিক মুক্তভাবে জৈব সার এবং জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করছেন।

কৃষি বিভাগ তার সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে যা আগামীতে অব্যহত থাকবে। কৃষকদের ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে উৎসাহিত করা হলে আমদানী নির্ভরতা কমার ফলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ।

আলমডাঙ্গায় দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান-কর্মসূচি (কর্মসৃজন) প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা লুট

আলমডাঙ্গায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান-কর্মসূচি (কর্মসৃজন) প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা লুট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রকল্পে কাজ না করে ভুয়া শ্রমিকের নামের তালিকা বানিয়ে এই টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই অনিয়মের সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত দেখভাল কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র বলছে, কর্মসৃজন প্রকল্পের লুটের টাকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ট্যাগ অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প দেখভালকারী কর্মকর্তার মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করা হচ্ছে।

প্রতিটি ইউনিয়নে ৮/১২ হাজার টাকা সাপ্তাহিক অর্থ হাতিয়ে নিছে বলে অভিযোগ করেন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি বছর আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে কর্মসৃজন প্রকল্পের ৪০ দিনের জন্য মোট ১ কোটি ৭৩ লাখ ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। সেই বরাদ্দ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে পাঁচটি করে প্রকল্প ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রকল্পের জন্য উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে ২ হাজার ১শত ৬৪ জন শ্রমিক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, উপজেলার প্রতিটি প্রকল্পেই কাজ করছে অর্ধেকেরও কম শ্রমিক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শ্রমিক জানান, পিআইসিরা তাদের কাছ থেকে আগেই সব স্বাক্ষর করে নিয়েছেন। তাছাড়া অনেকের নাম আছে যাদের কোনোদিন প্রকল্প এলাকায় দেখা যায়নি।

এ ব্যাপারে কয়েকজন পিআইসি ও ইউপি সদস্য বলেন, বর্তমানে একজন শ্রমিকের মজুরি ৪০০ টাকা। সেখানে মাত্র ২০০ টাকায় কোনও শ্রমিক কাজ করতে আসতে চান না।

এ ধরনের অনৈতিক বা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কাজ করা যায় কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, পিআইওসহ এই কাজের সঙ্গে জড়িতদের আর্থিকভাবে ম্যানেজ করেই তালিকা গড়মিল করা হয়।

একাধিক ইউপি সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সংশ্লিষ্ট ইউপি’র বরাদ্দ থেকে মোটা অংকের টাকা চলে যায় পিআইও’র পকেটে। আর ভুয়া তালিকার বেশিরভাগ ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে।

প্রকল্প দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-সহকারী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এই প্রকল্প সম্পর্কে আমার কাছে জানতে না চেয়ে

বরং পিআইও’র কাছে থেকে জেনে নেন। তিনিই ভালো তথ্য পারবেন।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, ‘এই সকল টাকা নেওয়ার কথা গুলো ভিত্তিহীন হিসেবে তিনি আরো বলেন, কর্মসৃজনী কাজ শেষ। যদি আমার কাছে লেবার কম থাকার বিষয়ে অভিযোগ থাকতো তাহলে যথাযথ ভাবে আমি ব্যবস্থা নিতাম।

এ বিষয়ে সচেতন মহলের দাবি, সরকার যে উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ ছোটবড় দুর্নীতি দিনদিন বেড়েই চলেছে। এই কাজের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সচেতন মহল।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক শ্রমিকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদা উপজেলায় ইজিবাইক শ্রমিকরা মানববন্ধন করেছে। দামুড়হুদা উপজেলার ইজিবাইক চুয়াডাঙ্গা শহরে বাস-মালিক সমিতির শ্রমিকরা প্রবেশ করতে না দেওয়ায় এই মানববন্ধন করে তারা।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় দামুড়হুদা ফুটবল মাঠে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা উপজেলার ইজিবাইক শ্রমিকরা তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা শহরে ইজিবাইক চালানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য একদাবি আদায়ে এই মানববন্ধন করে।

ইজিবাইক চালক ইব্রাহিম (২৫) বলেন, দীর্ঘ মাস ২ আমাদের কে শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারায় আমাদের ঠিক মত ভাড়া হচ্ছে না। যে কারণে আমি ইজিবাইক মালিককে টাকা পরিশোধ করে আমার সংসার চালাতে পারছি না।

যে কারণে আমার পরিবার নিয়ে আমি খুব কষ্টে দিন পার করছি। দামুড়হুদা থেকে চুয়াডাঙ্গার যাওয়ার জন্য এক যাত্রী রবিউল (২০)

বলেন, ইজিবাইক ধর্মঘট ডাকায় অনেকক্ষণ ধরে আমি এখানে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু গাড়ি পাচ্ছি না, ইজিবাইক চালকদের দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা শহরে ঢুকতে না দেওয়ায় বাসে আমাদের অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হয়, যা আমাদের জন্য অসুবিধা জনক। আমরা চাই দ্রুত এর সমাধান হোক।

ইজিবাইক শ্রমিকদের এই ধর্মঘট সম্পর্কে জানতে চাইলে দামুড়হুদা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, আমি কিছুক্ষণ আগে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি তাদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ডিসি স্যারের সাথে কথা বলে দ্রুত এর সমাধান করব।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবৈধ দোকান ঘর অপসারণ

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের পিছনের খাস জমিতে ৩১ টি অবৈধ দোকান অপসারণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার সময় উক্ত স্থানে আরো ১৫ টি দোকান ১৭. ০১.২০২১ তারিখের মধ্যে অপসরণ করা হবে বলে জানান দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় তিনি বলেন, আজ প্রায় ১ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে । পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন ভূমি অফিসার রফিকুল ইসলাম, পেশকার জিহন আলী, কার্পাসডাঙ্গা বাজার কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই আতিকুল রহমান জুয়েলসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় লোকজন।